গল্পে ভাবনা

ডাঃ পি. কে. দাস

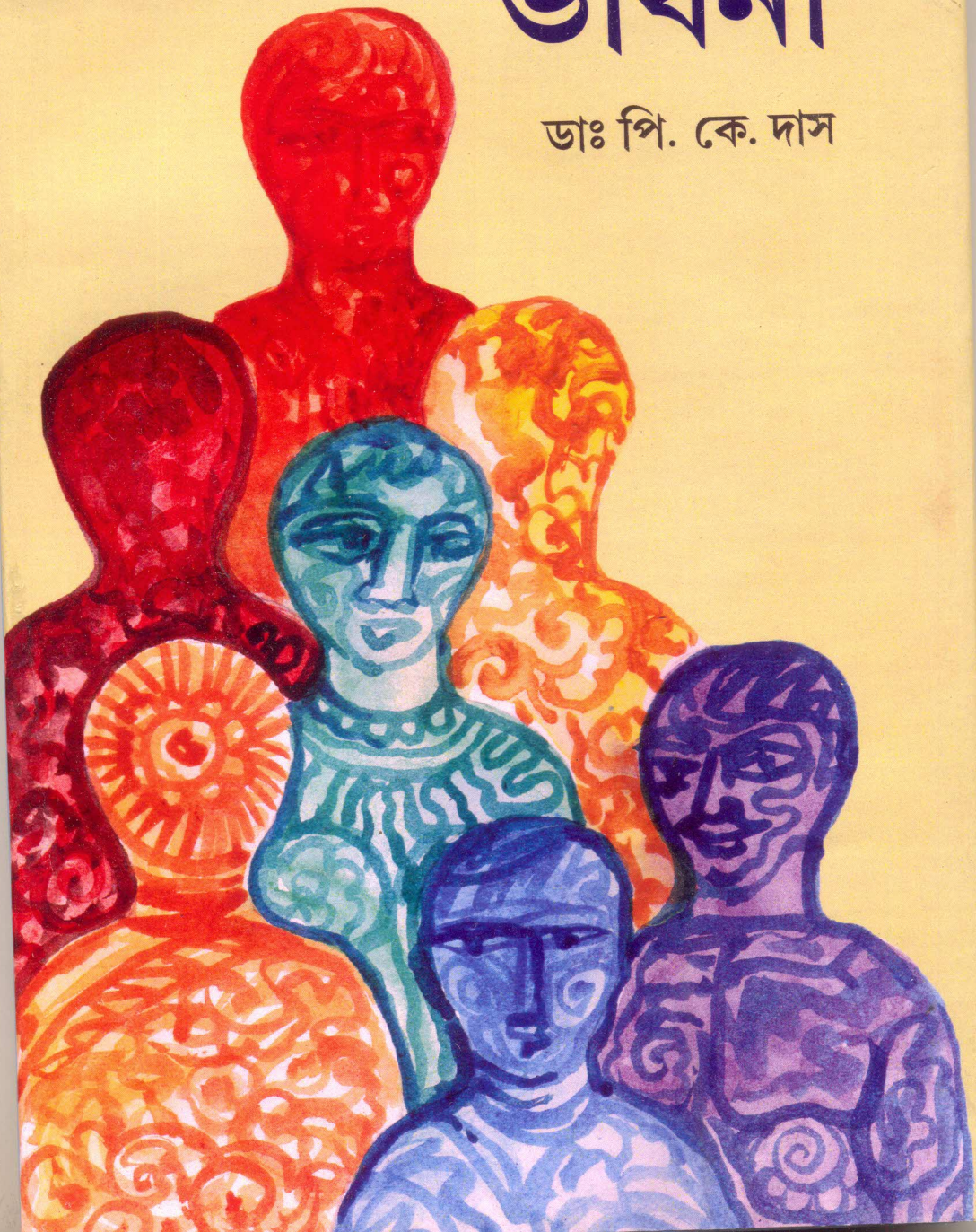

GALPE BHABNA
Edited by : Ajit Mondal & Dr. Suhas Bhattacharyya
গল্পে ভাবনা
সম্পাদনা : অজিত মন্ডল এবং ড. সুহাস ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন, ১৪২৩
ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬

গল্প স্বত্ত্ব ঃ স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, শ্রীরামপুর

প্রকাশক ঃ অজিত মন্ডল
স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
১৫/সি, রাজা কে. এল. গোস্বামী স্ট্রীট
শ্রীরামপুর - ৭১২২০১, জেলা-হুগলী
দূরভাষ : (০৩৩) ২৬৫২-৪৮৯৯
চলভাষ : ৯৪৩৩৩৪৫৫৯০ / ৯৪৩৩৩৪৫৫৯১

মুদ্রণ ঃ প্রিন্টিং আর্ট
৩৭, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

অক্ষর বিন্যাস ঃ কমলা লেজার পয়েন্ট
১৩৯, বারুইপাড়া লেন, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী

পরিবেশক ঃ ১। শৈব্যা প্রকাশনী
৬৮/১, এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
২। স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
১৫/সি, রাজা কে. এল. গোস্বামী স্ট্রীট
শ্রীরামপুর-৭১২২০১, জেলা-হুগলী

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

ঃ লেখক পরিচিতি ঃ

ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস। ডাঃ পি. কে. দাস হিসেবে সকলে চেনে। বাবা স্বর্গীয় অনিল কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামী। মা স্বর্গীয়া সোহাগ রাণী দাস, বিদুষী মহিলা। সহধর্মনী স্বর্গীয়া চিত্রা দাস, সমাজসেবী। চিকিৎসক হওয়ার পরে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তিন বছর গ্রামের লোকেদের জন্যে কাজ করেছেন। পরে শ্রীরামপুর পৌরসভার হেলথ অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন।পালস্ পোলিও প্রোগ্রামে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় মনিটারিং অফিসার ছিলেন। গ্লোবাল ফান্ডের সাপোর্টেড সুপারভাইজার হিসেবে প্রায় ৯টি সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও আই. এম. এ, শ্রীরামপুর শাখার সভাপতি পদে যুক্ত আছেন। এছাড়া বহু স্বেচছাসেবী সংস্থায় ও সরকারি বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পত্রিকা 'স্বাস্থ্য ভাবনা মাসিক' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ও স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় ১৭ বছর ধরে। এখনো পর্যন্ত তাঁর প্রায় ১৫-২০টি গবেষণা পত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বহু সাময়িক পত্র পত্রিকায় স্বরচিত কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সম্মান পুরস্কার, রাষ্ট্রবিভূষণ পুরস্কার, করমবীর পুরস্কার, বেস্ট সম্পাদক পুরস্কার, স্বামী বিবেকানন্দ রুরাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাচিভমেন্ট, ইন্টারন্যাশানাল গোল্ড স্টার পুরস্কার, মাদার টেরেসা সম্মান পুরস্কার, রাজীব গান্ধী সম্মান পুরস্কার, প্রাইড ইন্ডিয়া পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন। স্যার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন ১৯৮০ সালে। এরপরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পোর্টস মেডিসিনের উপর পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন। ১৯৯৩ সালে কলকাতার স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা পান। ২০০৭-০৮ সালে এইচ. আই. ভি. মেডিসিন ফেলোসিপ খেতাব অর্জন করেন। ২০১০ সালে জেরিয়াট্রিক কেয়ারের উপর এম. ফিল. করেন ও ২০১৫ সালে মাইক্রোবায়োলজিতে পি. এইচ. ডি. খেতাব অর্জন করেন। ২০১৬ সালে, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন পাবলিক হেলথ্ নিউট্রিশান খেতাব লাভ করেন। বর্তমানে রিসার্চ মেথোটোলজি -এর উপর এম.বি.এ. পাঠক্রমে যুক্ত আছেন। আজও তাঁর কর্মজীবনে কোন খামতি নেই। নিরলসভাবে সমাজসেবার ভার কাঁধে তুলে নিয়ে চলেছেন আপন গতিতে। এককথায় ডাঃ দাস একজন প্রবাদপ্রতিম কর্মবীরে পরিণত হয়েছেন। তাঁর প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা।